সংবিধানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা চলবে না। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল প্রত্যাহার কর।

স্বাধীনতার সময় থেকেই, ভারতীয় নাগরিকত্বের বিষয়টি সংবিধানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাগরিকত্ব বিষয়ে সংবিধান লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণি, সম্প্রদায় ও ভাষা নির্বিশেষে সমতার উপর জোর দিয়েছে।

যে ঐক্য ও সংহতি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে পরিলক্ষিত হয়েছিল নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল, ২০১৯ সেটির মূলে কুঠারাঘাত করছে। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে যে সংশোধনীগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে সেগুলির প্রতিটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে বিনষ্ট করছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি শুধুমাত্র আইনগত কোনও পরিবর্তন নয়। এটি এমন একটি বিল যা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের চরিত্রটিকেই আমূল পরিবর্তন করে দেবে।

স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রজাতান্ত্রিক ভারত গঠনের পরে, এই সংশোধনীর মাধ্যমে এই প্রথম ধর্মকে নাগরিকত্ব বিচারের মাপকাঠি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে আগত অ-মুসলিমদের দ্রুততার সঙ্গে নাগরিকত্ব প্রদান করার প্রস্তাব ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের এই সংশোধনীতে দেওয়া হয়েছে। এই প্রথমবার কোনও বিশেষ ধর্মবিশ্বাসীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার সুযোগ রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে এই প্রথম মুসলিম নাগরিকদের আইনগতভাবে ভিন্ন শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা প্রদান করার কথা বলা হয়েছে। শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে, এই প্রথম, মুসলমান সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব ও ক্ষমা পাওয়ার সম্ভাবনাকে আইনানুগ পথে বাতিলের একটা প্রচেষ্টা করা হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী, বিভিন্ন রাজত্বকালে এই দেশে এমন কোনও সরকারি বিধিব্যবস্থা পাওয়া যাবে না যা ধর্মের ভিত্তিতে শরণার্থীদের বিচার করেছে।

নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলকে প্রস্তাবিত জাতীয় নাগরিক পঞ্জির দেশজোড়া বাস্তবায়নের সঙ্গে একযোগে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি আসামে এন.আর.সি. প্রয়োগের মধ্যে মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি, নাগরিকত্ব প্রমাণকে বিভিন্ন নথির সঙ্গে যুক্ত করা, ডিটেনশন সেন্টার ও ট্রাইবুনাল ইত্যাদির ফলে সেখানকার মানুষকে বহুমূল্য ইতিমধ্যেই চোকাতে হয়েছে, বিশেষ করে তাদের, যারা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে দিনযাপন করছেন। মৃত্যু, পরিবারে ভাঙন, ডিটেনশন ক্যাম্প ও বিদেশিদের জন্য ট্রাইবুনাল; ভয়, ভিটেমাটি-দেশ ছাড়া হওয়ার আশঙ্কা– সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, মহিলা, শিশু ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ ভীষণভাবে ভুক্তভোগী। খাদ্য সুরক্ষার দাবি, বেকারত্ব দূরীকরণ, জাতপাত-ধর্ম-লিঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমে বৈষম্য, মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব, নিজের খুশিমতো ধর্মাচরণ ও খ্যাদ্যাভ্যাসের অধিকার খর্ব করার মতো দেশের মানুষের মৌলিক সমস্যা ও দাবিদাওয়াকে পিছনে ফেলে নাগরিকত্ব আইন লাগু করার পাশাপাশি গোটা দেশ জুড়ে এন.আর.সি নাগরিকদের মধ্যে আড়াআড়ি বিভাজন সৃষ্টি করছে।

নতুন বিলে বলা হয়েছে, আমাদের প্রতিবেশী তিনটি মুসলমান প্রধান দেশ থেকে কোনও অ-মুসলিম ধর্মীয় কারণে বিতাড়িত হলে বা ভয়ে চলে এলে ভারত সরকার তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করবে। কেন অন্যান্য উদ্বাস্তু যথা মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থী, শ্রীলঙ্কা থেকে চলে আসা হিন্দু বা মুসলিম তামিল মানুষজন বা পাকিস্তান থেকে আসা আহমেদিদের বাদ রাখা হল? কেন শুধুমাত্র তিনটি দেশের কথা উল্লেখ করা হল? এই বিল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, আমাদের দেশের একটি সুষ্ঠ ও আন্তর্জাতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শরণার্থী সংক্রান্ত আইন তৈরি করা উচিত যা কোনও রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট মতবাদভিত্তিক হবে না।

ভারতের নাগরিকত্ব দেশের সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিলের মাধ্যমে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়া পক্ষপাতমূলক ও বিভাজনসৃষ্টিকারী। সংবিধানের ১৪, ১৫, ১৬ এবং ২১ ধারায় যে সাম্যের অধিকার, আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার ইত্যাদির মাধ্যমে দেশকে যে ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দেওয়া হয়েছে তা এই সংশোধনী ক্ষুণ্ণ করছে। এই বিল সংবিধান প্রদত্ত দেশের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক কাঠামোতে স্বীকৃত সবরকম প্রকাশ্য ও সংসদীয় বিতর্ককে অস্বীকার করছে।

আমরা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাজগতের প্রত্যেকে, এই বিলকে বিভাজন সৃষ্টিকারী, পক্ষপাতদুষ্ট ও অসাংবিধানিক বলে নিন্দা করছি। এই বিল এবং গোটা দেশজুড়ে এন.আর.সি গোটা দেশের মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা ডেকে আনবে। ভারত প্রজাতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এই বিল মূলগতভাবে অপূরণীয় ক্ষতি করবে। এই কারণে আমরা বলছি, সরকার সংবিধানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। আমাদের দেশের সংবিধানের সাম্য ও ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখার দাবিকে তুলে ধরতে আমরা সমস্ত বিবেকবান মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি।